দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 AUG 1992
পৃষ্ঠা 11 কলাম 7

126

এ বছর সোয়া লাখের বেশি শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার হাল

।। রেজা রায়হান ।।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতাধীন ৬৩টি থানার ১ লাখ ২৮ হাজারেরও বেশি শিশু এ বছর বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। এমনকি ঐসব থানার যে ৭ লাখ ৮১ হাজারেরও বেশি শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, তাদের সকলেও নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইনে অভিভাবকদের শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি না করা এবং ভর্তিকৃতদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করাকে অর্থদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ আছে। একইভাবে ওয়ার্ড পর্যায়ের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সদস্যদের ব্যর্থতাকেও অর্থদণ্ডযোগ্য অপরাধ করা হয়েছে। কিন্তু এ কর্মসূচীতে বড় ধরনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও গত ৮ মাসে এ আইনের আওতাধীন কোন থানায় এ আইন প্রয়োগ করা হয়নি। জাতীয় পর্যায় থেকে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কোথাও এ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও তদারকি ব্যবস্থায় নিয়োজিতরা সক্রিয় নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য ৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন, ১৯৯০' প্রণীত হয়। ৯১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে এ আইন বলবৎ হবার কথা কিন্তু সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এ বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে ঢাকার সাভার, চট্টগ্রামের পটিয়া, রাজশাহীর পুঠিয়া, খুলনার ফুলতলা এবং দেশের অবশিষ্ট ৬০টি জেলার সদর থানাসমূহে এ আইনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। পরে ৩০শে জানুয়ারি ঢাকার দোহার, ফেনীর ছাগলনাইয়া, রাজশাহীর গোদাগাড়ী এবং খুলনার পাইকগাছা থানাকে এ আইনের আওতায় আনার ফলে থানার সংখ্যা ৬৮টিতে দাঁড়ায়।

আলোচ্য ৬৮টি থানার মধ্যে মানিকগঞ্জ, শেরপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও শরিয়তপুর সদর থানা বাদে বাকি ৬৩টি থানায় আইন অনুযায়ী ৬ বছর থেকে ৯ বছর বয়সের ৯ লাখ ৯ হাজার ৭শ' ৪৫টি শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযুক্ত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। ৩৫টি থানার নির্ভরযোগ্য তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে নেই। এ ৬৩টি থানার ৭ লাখ ৮১ হাজার ৩শ' ৪১টি শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। ভর্তির হার ৮৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এর মধ্যে বালকের হার ৮৬ দশমিক ৫৪ এবং বালিকার হার ৮৫ দশমিক ১৬ শতাংশ বলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কোষের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে। কোষের মহাপরিচালকের মতে বর্তমানে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৭০ শতাংশ। কিন্তু সরজমিনে বিদ্যালয় পরিদর্শনে এ হার আরো কম দেখা গেছে।